আমি সভাপতি শিয়াল বলছি

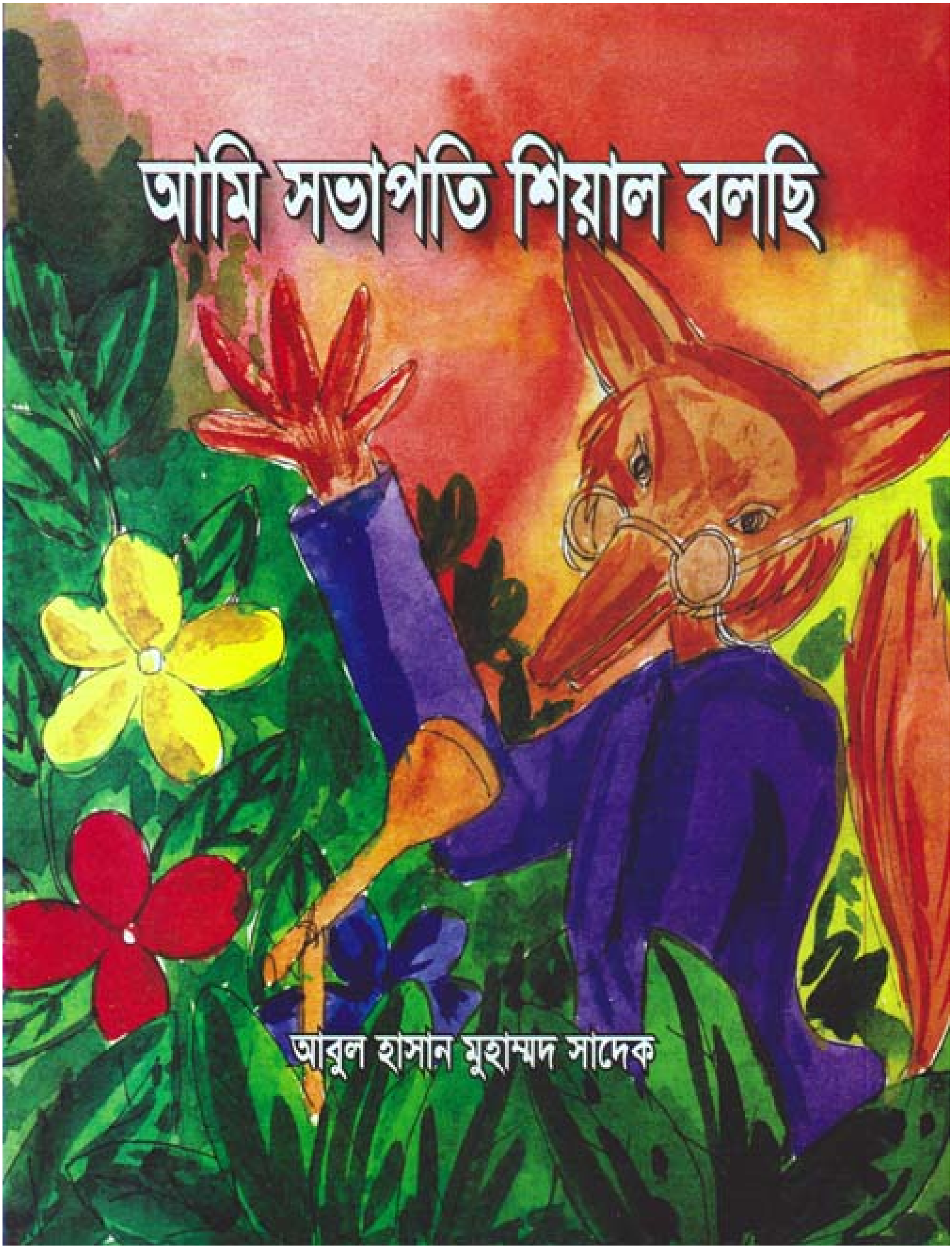

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

আমি সভাপতি শিয়াল বলছি

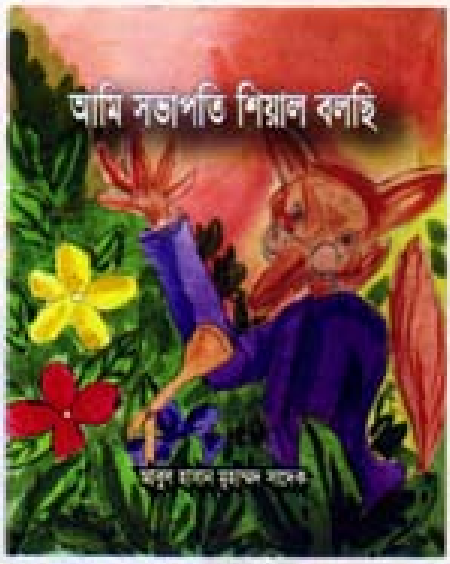

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা
বাড়ী নং ১৪, রোড নং ২৮, সেক্টর নং ৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন-০১৬৭৮৬৬৪৪০৩

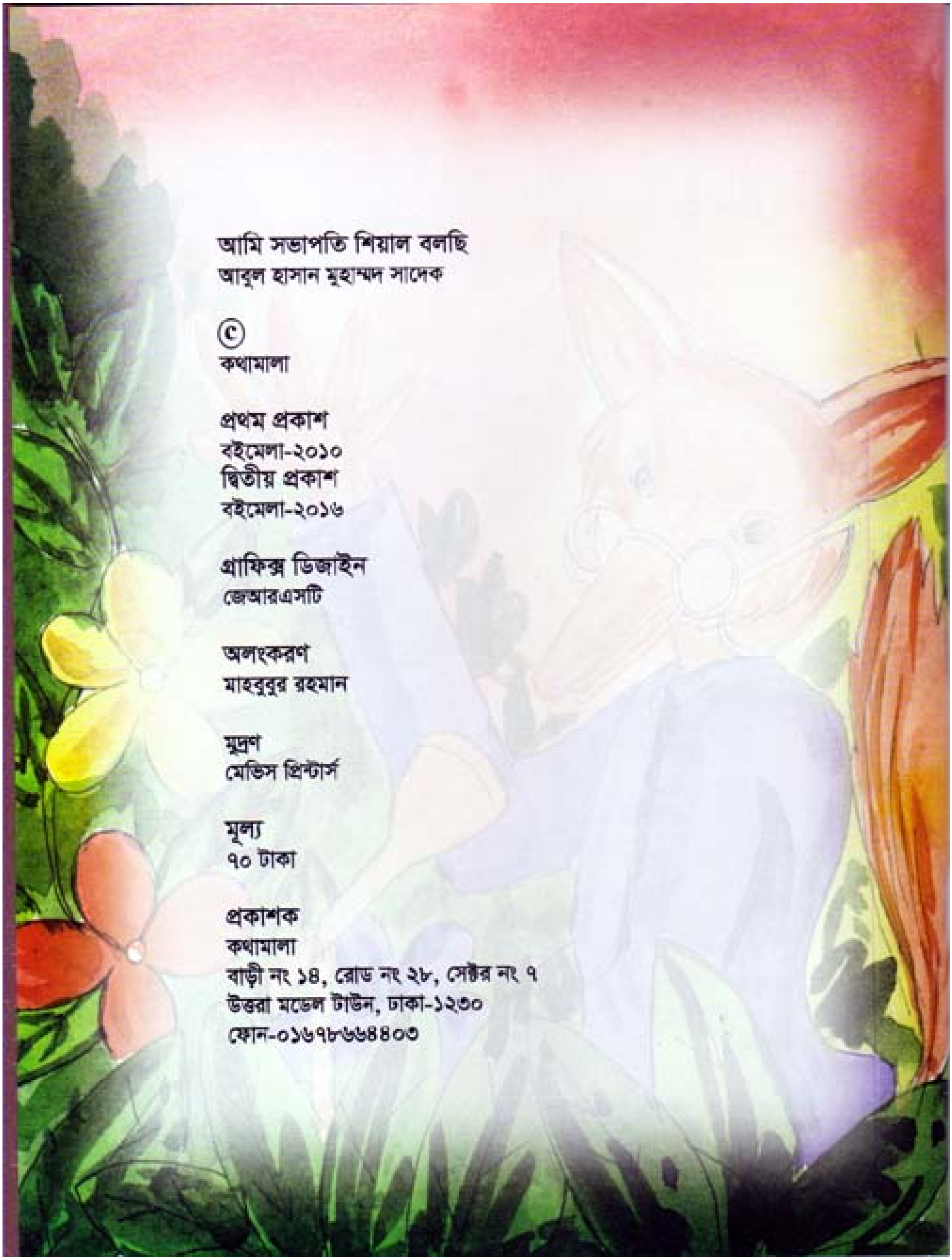

আমি সভাপতি শিয়াল বলছি

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

©
কথামালা

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা-২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ
বইমেলা-২০১৬

গ্রাফিক্স ডিজাইন
জেআরএসটি

অলংকরণ
মাহবুবুর রহমান

মুদ্রণ
মেভিস প্রিন্টার্স

মূল্য
৭০ টাকা

প্রকাশক
কথামালা
বাড়ী নং ১৪, রোড নং ২৮, সেক্টর নং ৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন-০১৬৭৮৬৬৪৪০৩

আমি সভাপতি শিয়াল বলছি

গ্রামের নাম হিজলতলী।

হিজলতলী গ্রামের শেষ বাড়ীটার পরেই একটি মাঠ। মাঠের এক পাশে বেশ একটু জায়গার উপর একটি লাউ গাছের মাচা। মাচার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে ঝুলে আছে ছোট বড় অনেক লাউ। লাউয়ের মাচার গাঁ ছুঁয়ে গোয়াল ঘর। গোয়াল ঘরে বাঁধা থাকে একটি গরু। মাচার একটি লাউ ও গরুতে হয়ে যায় বন্ধুত্ব। গভীর বন্ধুত্ব। সারাদিন লাউ ও গরুতে কথা হয়। ভাব বিনিময় হয়। রাগারাগিও হয়।

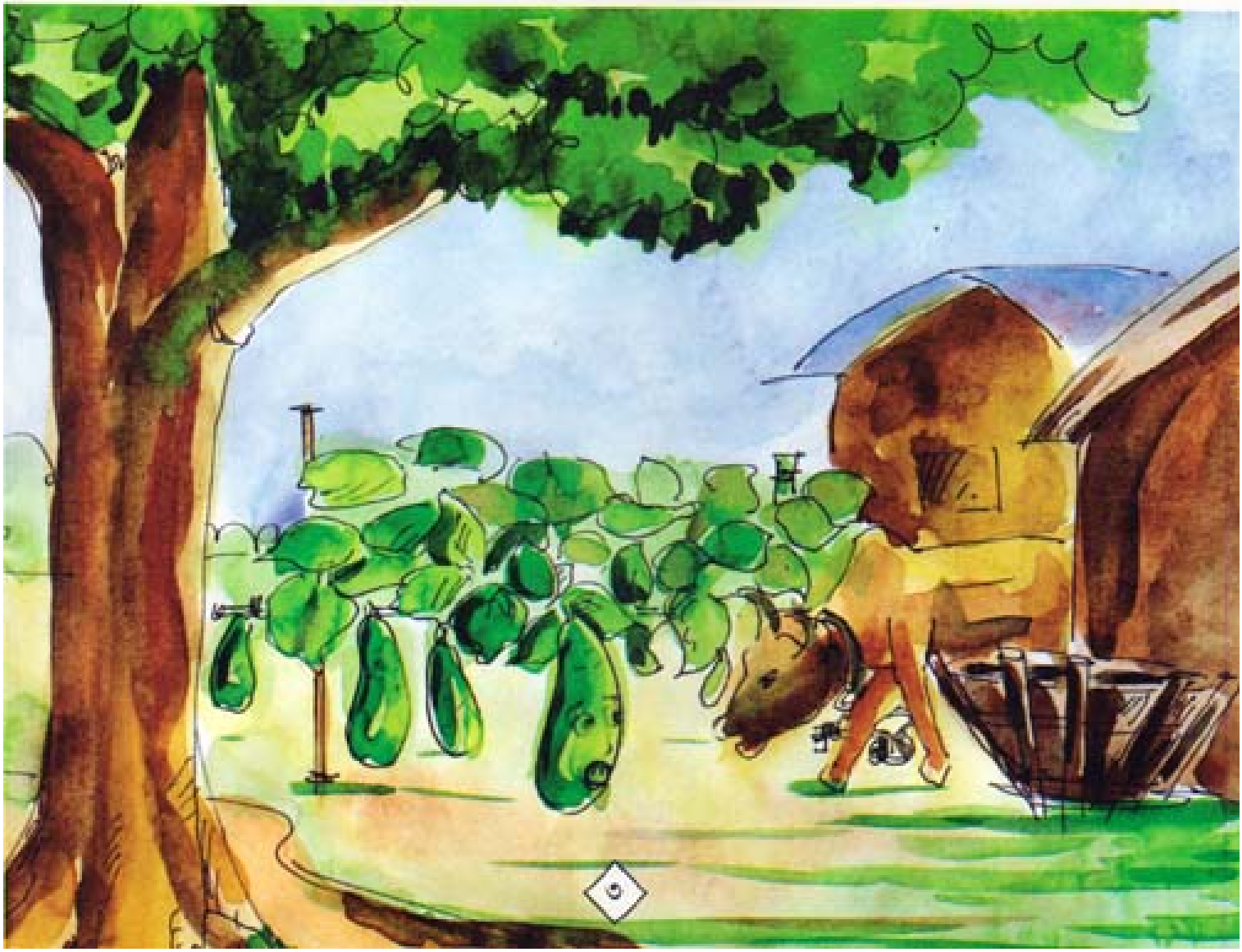

একদিন লাউ ও গরুতে হয়ে গেলো বেশ একটু ঝগড়া। কথা কাটাকাটি। একেবারে মারামারি হওয়ার দশা। গরু তো তেড়ে গিয়ে লাউ গাছটি খেয়ে ফেলতে চাইলো।

ভাগ্যিস, গরুটি গোয়ালে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। নয়তো ভীষণ কিছু একটা হয়ে যেতো। তারপর থেকে লাউ ও গরু উভয়ের মন খারাপ। কেউ কারো সাথে কথা বলে না। মুখ কালো করে থাকে।

মাঠের অন্য পাশে বিশাল বন। বনে আছে অনেক পশু। বাঘ, ভালুক, সিংহ আরও কত কি। বিশেষ করে শিয়ালে ভরা। সন্ধ্যা না হতেই শিয়ালের ডাকে গোটা এলাকা হয়ে উঠে সরগরম। সেদিন সন্ধ্যাবেলা এক শিয়াল যাচ্ছিল ঐ পথ দিয়ে। লাউ ও গরুর গোমরা মুখ দেখে শিয়াল দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো,

কি ব্যাপার, তোমাদের দুজনেরই মন খারাপ কেনো? কি হয়েছে?

তখন গরু অভিযোগ করলো লাউয়ের বিরুদ্ধে। আবার লাউও গরুর বিরুদ্ধে নালিশ করলো। শিয়াল মীমাংসা করে দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু লাভ হলো না। শেষে ঠিক হলো সালিশ বসবে এবং তখনই সব আলোচনা হবে। সে সালিশে থাকবে লাউ এর সমাজ। তাতে থাকবে অন্যান্য লাউ, কুমড়া, মুলা, গাজর, পেঁপে, ডাটা ইত্যাদি। আর গরুর সমাজে থাকবে ছাগল, গরু, মহিষ, মুরগী, হাঁস, বানর ইত্যাদি। ঠিক হলো পরের দিন বিকাল পাঁচটায় সালিশ বসবে। শিয়াল হবে সভাপতি।

পরদিন বিকাল। সভাপতিসহ সকলেই যথা সময়ে উপস্থিত হলো। সালিশ শুরু হলো। সভাপতির নির্দেশে ঠিক হলো প্রথমে গরু ও লাউ দুজন দুজনের অভিযোগ পেশ করবে। বাকি সবাই শুধু শুনবে। তবে অন্যরা প্রশ্ন করতে পারবে। লাউ ও গরু প্রশ্নের উত্তর দিবে।

মঞ্চে তিনটি চেয়ার। মাঝের চেয়ারে বসবে সভাপতি শিয়াল। দু'পাশে গরু ও লাউ। সামনে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে অন্য শ্রোতাদের।

শিয়াল প্রথমে গরুকে তার বক্তব্য শুরু করতে বললো। গরু দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলো,

সভাপতি শিয়াল সাহেব, বন্ধু লাউ এবং উপস্থিত সুধীগণ,

সবাই আমার সালাম গ্রহণ করুন। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বিনীতভাবে বলছি, আমার বন্ধু লাউ কয়েকদিন ধরে আমার এবং আমার স্বগোত্রীয় সকলের কুৎসা রটনা শুরু করেছে। সে বলে বেড়াচ্ছে, গরু নাকি অপদার্থ। গরুর কোন দাম নেই। গরু জায়গা নোংরা করে, পেশাব-পায়খানা দ্বারা দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। কাজেই মানুষ গরুকে ঘৃণা করে। লাউ নাকি এসব কিছুই করে না। ফলে সবাই লাউ পছন্দ করে। কাজেই আমি প্রথমে আমার ও আমাদের বিরুদ্ধে লাউয়ের মিথ্যা অপবাদের জবাব দেবো। তারপর প্রমাণ করবো আমাদের কতো দাম। এরপর যদি আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকে তার জবাব দেবো।

বন্ধুগণ, মানুষ আমাদেরকে কতো আদর ও সমাদর করে, তা দিয়েই আমাদের মূল্য বুঝা যায়। মানুষ গরুর জন্য যত্ন করে ঘর বানায়। লাউ-এর জন্য কেউ ঘর বানায় না। মানুষ গরুকে গোসল করায়, খাবার দেয়, অসুস্থ হলে ডাক্তার নিয়ে আসে। লাউ পড়ে থাকে জঙ্গলে। কেউ কি কখনো লাউকে গোসল করিয়েছে? তা থেকে বুঝা যায় না, কার দাম বেশি? আসলে গরুর সবকিছুই উপকারে লাগে। গরুর দুধ উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাবার। দুধ দিয়ে তৈরি হয় কেক, বিস্কুট, চিজ। আরো তৈরি হয় মিষ্টি, দৈ, মাখন এবং হরেক রকম খাবার। গরুর গোশত মজার খাবার। তা অতি পুষ্টিকর। গরু দিয়ে হালচাষ হয়। কৃষিকাজ হয়। এ কৃষির উপরই মানুষের জীবন নির্ভর করে। গরু যাতায়াত ও মালামাল আনা-নেওয়ায় সাহায্য করে। নানা প্রকার যানবাহন চালাবার কাজ করে গরু। গরুর চামড়া মূল্যবান সম্পদ, যা দিয়ে ব্যাগ, জুতাসহ অনেক প্রকার দামী জিনিস তৈরি হয়। গরুর হাড় দিয়ে বোতামসহ অনেক ধরনের জিনিস বানানো হয়। এমন কি গরুর গোবরও মূল্যবান। তা দিয়ে সার হয়। কাজেই মানুষ গোবর খেয়েই বাঁচে। গরুর উপকারের কথা আমি আর কতো বলবো? এসব উপকারের কোনটা লাউ দিয়ে হয়? তা আমি জানতে চাই।

এই বলে গরু বক্তৃতা শেষ করলো। এরপর সভাপতি শিয়াল শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করলো। তখন শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটি লাউ উঠে দাঁড়ালো।

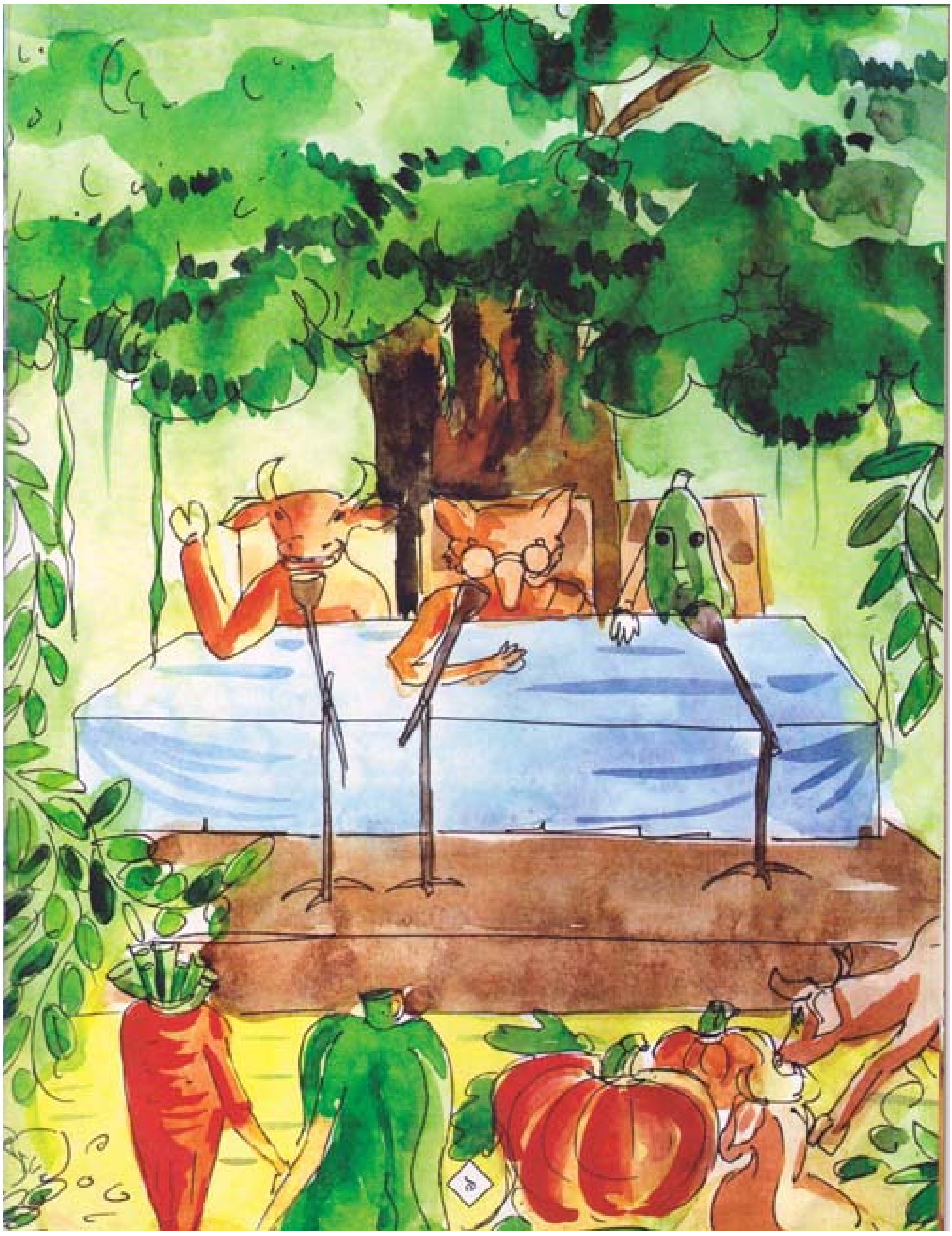

লাউটি বললো: গরু, তোমার কথা মিথ্যা। তুমি বলেছো, মানুষ গোবর খেয়েই বাঁচে। একথা ঠিক নয়। মানুষ গোবরকে ময়লা মনে করে। কাপড়-চোপড়ে লাগলে তা ধুয়ে ফেলে।

শিয়াল গরুকে এর জবাব দিতে বললো। গরু দাঁড়িয়ে তার জবাব দিলো:

আমি মিথ্যা বলিনি। আমার কথা বুঝার জন্য যে বুদ্ধি দরকার তা লাউ-এর নেই। তাই তারা তা বুঝবে না। শোনেন আপনারা, গোবর হলো উর্বর সার। এ সার দিয়ে ধান উৎপাদন হয়। এমনকি লাউও গোবর দিয়ে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ গোবর দ্বারা সার হয়, আর সার দিয়ে ধান হয়। ধান থেকে তৈরি ভাত খাওয়া মানে গোবর খাওয়া। শাক-সব্জি বা অন্য কৃষিপণ্য খাওয়ার অর্থ গোবর খাওয়া। লাউ খাওয়া মানেও গোবর খাওয়া। কারণ এসবই গোবর সার দিয়ে উৎপন্ন হয়। এখন বুঝলে তো?

এরপর একটি কুমড়া দাঁড়িয়ে বললো,

তোমাদের গরুদের তো অনেক বুদ্ধি! এজন্যই তো মানুষ বোকাদেরকে গরু বলে গালি দেয় (লাউ সমাজের শ্রোতারা হেসে উঠে)। একটু থেমে কুমড়া আবার বললো, এই বুদ্ধিমানদের একটা প্রশ্ন করতে চাই। গরুর গোশতকে "রেড মিট" (লাল মাংস) বলা হয়, যা কিনা মানুষের জন্য বিষের মতো। এর দ্বারা কলেস্ট্রোল বাড়ে, যাতে হৃদরোগ হয়। এতে মানুষ মরে। কাজেই এটা হলো বিষ। এ বিষের মধ্যে পুষ্টি পেলে কোথায়?

গরু এর জবাব দেয়,

এটা বুঝতেও আক্কেল দরকার। আমাদের গোশতে রয়েছে প্রচুর পুষ্টি ও চর্বি, যা দেহ গঠনের জন্য অপরিহার্য। শিশুকাল, বাল্যকাল ও কৈশোরে চর্বির প্রয়োজন, যাতে দেহ বাড়ে। মানুষ যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন তাদের দেহের প্রবৃদ্ধি বা গড়ন দরকার নেই। সুতরাং চর্বিরও প্রয়োজন নেই। তাদের নড়াচড়া কম হওয়ার দরুন তাদের দেহে চর্বি জমে থাকে, আর সেহেতু বেশি "রেড মিট" খেলে বাড়তি চর্বিতে ক্ষতি হয়। সমাজে কয়জন বুড়ো আছে? এদের ছাড়া বাকি সবার জন্যই তো গরুর গোশত উপকারী।

পেছন থেকে একটি গাজর উঠে দাঁড়িয়ে বললো,

গরুর মতো রাগী, বদমেজাজী কাউকে দেখিনি। অনর্থক গুঁতো দেয়। লাথি মারে। দুধ দোহাইতে গেলে অথবা গায়ে হাত দিলেই রেগে যায়।

গাজরের কথা শেষ না হতেই আরেকটি লাউ উঠে বললো,

এ বিষয়ে আমি আরেকটু যোগ করতে চাই। গরু হলো অকৃতজ্ঞ ও মনিবের অবাধ্য। মানুষ হলো গরুর মনিব। সে হলো মনিবের অবাধ্য। দেখো, গরু শুধু দুধ দোহাইবার সময়ই লাথি দেয় না, তাকে কুরবানি বা জবাই করার সময়ও বাধা দেয়। এটা কি মনিবের প্রতি অবাধ্যতা নয়? আমরা তো এমন করি না। মানুষ আমাদের দা দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে। আগুন দিয়ে রান্না করে খায়। আমরা তো টু শব্দটি করিনা। বুঝলে, আমরা মনিবের কতো বাধ্য? কৃতজ্ঞতা আমাদের মহান গুণ।

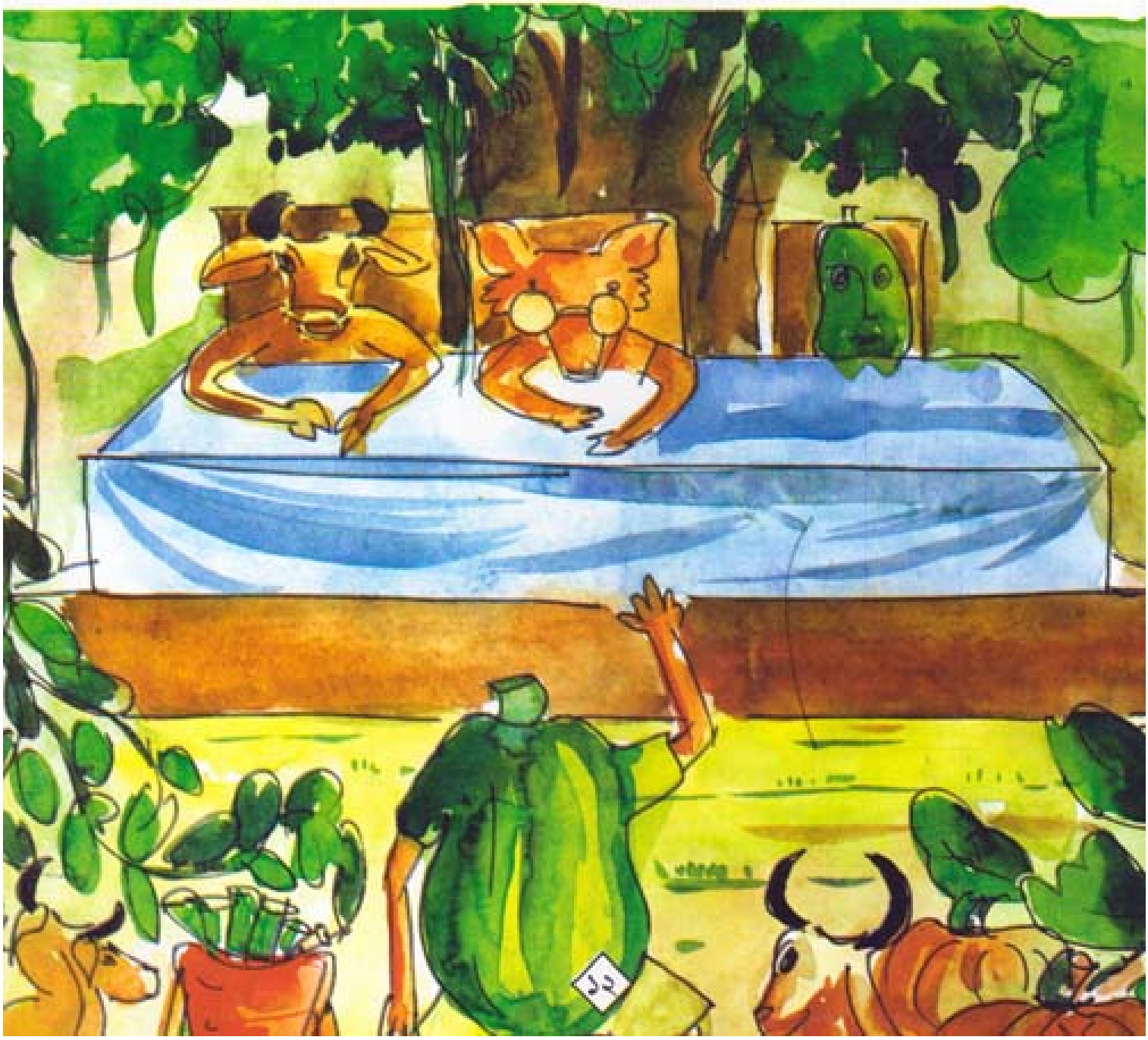

গাজরের কথা শেষ না হতেই একটি পেঁপে দাঁড়িয়ে বললো,

আরে গরুর দল, তোমরা মাঠে সেদিন হুজুরের বক্তৃতা শুননি? তিনি বলেন, আসমান-যমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করেছে। আল্লাহর ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা। আর তোমাদের মনিব মানুষ যখন তোমাদেরকে যবাই বা কুরবানি করতে চায়, তখন তোমরা গরুরা নিজ মনিবকে গুঁতা মেরে বাধা দাও। এটা কি মনিবের প্রতি অবাধ্যতা নয়? তোমরা তো কুকুর, বিড়াল ও পিঁপড়ার চেয়েও অধম। কারণ তারাও আল্লাহতে আত্মসর্ম্পণ করে। অর্থাৎ আল্লাহর কথা মেনে চলে। মনিবের কথা মানে।

একসাথে এতগুলো অভিযোগ শুনে গরু একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। সে একটু চুপ থাকার পর বলতে শুরু করলো,

খুব তো তোমরা আল্লাহর কথা বললে। আচ্ছা বলো তো, কে নিজ প্রাণ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ফরয ইবাদতে সহযোগিতা করে? হজ্জের সময় মানুষ কি লাউ কুরবানি করে, নাকি গরু কুরবানি করে? ঈদের সময় লাউ কুরবানি হয়, নাকি গরু কুরবানি হয়?

সভাপতি শিয়াল লক্ষ্য করলো, বিতর্ক এক কঠিন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। খানিক ভেবে নিয়ে শিয়াল বললো, এবার লাউয়ের কথা বলার পালা। কাজেই লাউ বলতে শুরু করলো,

ধন্যবাদ সভাপতি। সবাইকে সালাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার প্রতিপক্ষ গরু তো অনেক কথাই বললো। আপনারা শুনতেই পেয়েছেন, সে শ্রোতামন্ডলীর প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। সবশেষে সে একটা প্রশ্ন রেখে গেছে। আমি সে প্রশ্নের জবাব দিয়েই শুরু করবো।

মাঠের সভায় সেদিন হুজুর বলেছিলেন, শেষ নবী লাউ খেতে পছন্দ করতেন। তাঁকে অনুসরণ করা নাকি সুন্নত। তাহলে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, গরুর গোশত খাওয়া কি সুন্নত, নাকি লাউ খাওয়া সুন্নত?

লাউ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন খাবার কি আছে, যা খাওয়া সুন্নত? লাউ খাওয়া সুন্নত মানে লাউ খাওয়া ইবাদত। গরু কুরবানি করা ইবাদত হলেও গরু খাওয়া সুন্নত নয়। বরং লাউ খাওয়াই সুন্নত। এবার বলুন কার গুরুত্ব বেশি?

এখন আমি আমার আসল বক্তব্য শুরু করছি,

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, লাউ সকল মানুষের জন্য উপকারী। গরু তো কারো জন্য ক্ষতিকর, কারো জন্য উপকারী। লাউ কারো জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং সবার জন্যই উপকারী। শুধু পুষ্টির দিক দিয়েই উপকারী নয়, বরং অনুভূতির দিক দিয়েও ভাল। লাউ খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে। কোন কোন রোগে গরুর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু এমন কোন রোগ নেই, যাতে লাউ খাওয়া নিষিদ্ধ। লাউ এর কোন অংশই নষ্ট হয় না। বরং সবটাই উপকারী। তরকারি হিসেবে লাউ হলো পুষ্টিকর, সুস্বাদু। যাতে ক্ষতিকর কিছুই নেই। অর্থাৎ লাউই এমন একটা খাবার, যার কোন দোষ নেই, অনিষ্ট নেই। তা রোগের পথ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। লাউ-এর চামড়া দ্বারা বানানো হয় ডুগডুগি। লাউ এর লতা, পাতা অত্যন্ত দামী ও লোভনীয় শাক। অর্থাৎ লাউ-এর সবকিছুই এতো উপকারী যে, এ নিয়ে কবিতা ও গান লিখা হয়েছে। যেমন-

লাউয়ের আগা খাইলাম ডোগা গো খাইলাম
লাউ দিয়া বানাইলাম ডুগডুগি
সাধের লাউ, সাধের লাউ
বানাইল মোরে বৈরাগী।

লাউ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কিছুর এমন প্রশংসা করা হয়নি। কোন জিনিসের সকল অংশ উপকারী হওয়ার ব্যাপারে একমাত্র লাউ-এরই প্রশংসা আছে। আর শুধু এ লাউ নিয়েই নানা জনপ্রিয় গান আছে। সুতরাং লাউ অনন্য, এর কোন জুড়ি নেই। এটাই শেষ কথা। এরপর আর কোন কথা নেই।

একথা বলেই লাউ বসলো। এবার সভাপতি শিয়াল মাইক নিলো। সে বললো, এবার শ্রোতাদের কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে বলতে পারেন।

তখন উপস্থিত এক ছাগল উঠে দাঁড়ালো। বললো,

জনাব সভাপতি সাহেব, আপনার মাধ্যমে আমি জনাব লাউ মহাশয়ের নিকট একটি প্রশ্ন রাখতে চাই।

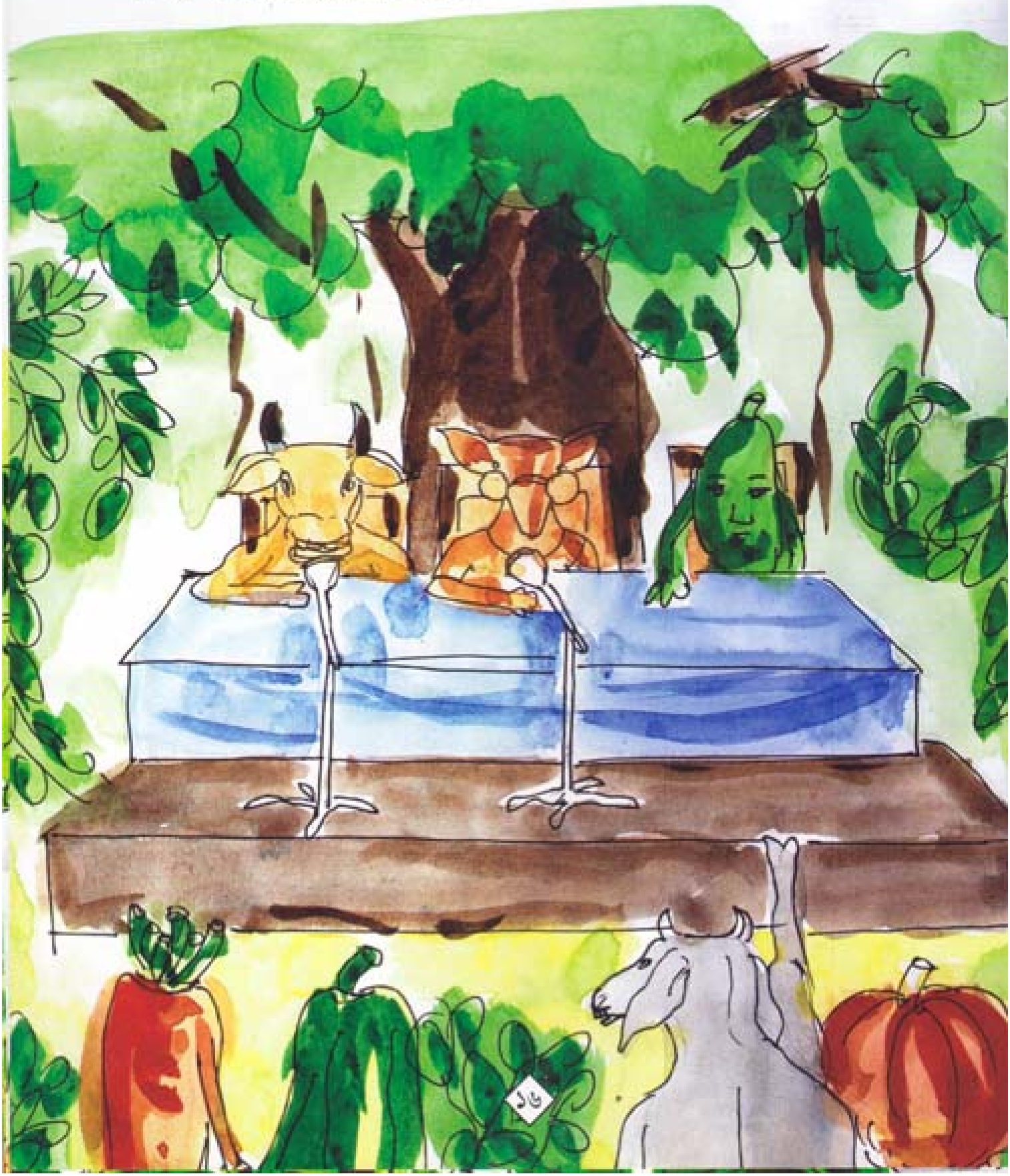

তার যুক্তি হলো, লাউ একটা মজার খাবার। লাউ খেলে শরীর ঠান্ডা হয়, ভাল লাগে। কিন্তু আজকালকার কোন শিশু-কিশোররা লাউ খেতে চায় না। কোন শাক-শব্জিই খেতে চায় না। তারা শুধু গোশত খেতে চায়। লাউ যদি মজা হয় তা হলে খেতে চায় না কেন? এর কোন জবাব আছে?

এ প্রশ্ন শুনে লাউ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। তবু সে জবাব দিলো। বললো,

বিষয়টা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। স্বাদ হলো অভ্যাসের ব্যাপার। এ দেশের মানুষ তরকারিতে মশলা দেয়। আমেরিকার লোকেরা এতো মশলা দেয় না। তাদের নিকট মশলাওয়ালা খাবার ভাল লাগে না। তাই বলে কি মশলাকে খারাপ বলা যাবে? অনেক ঔষধি মশলা আছে, রোগের ঔষধ হিসেবে কাজ করে। যেমন, রসুন, কালজিরা ইত্যাদি। তারা তো এসব মশলাও পছন্দ করে না। আসলে অভ্যাসে খারাপ জিনিসও ভাল লাগে। অভ্যাস না থাকলে ভাল জিনিসও খারাপ লাগে। একটা উদাহরণ দেই। দেখুন, আজকের শহুরে ছেলেমেয়েরা জাঙ্ক ফুড বা আবর্জনা খাবার খেতে পছন্দ করে। তারা বার্গার চায়, পেটিস্ চায়। ঘরে তৈরি ভাল জিনিস খাবে না। এতে করে কি ভাল জিনিস খারাপ হয়ে যাবে? ভাল জিনিস ভালই থাকবে। আসলে সব শিশুদেরই উচিত শাক-শব্জি খাওয়ার অভ্যাস করা। এ অভ্যাস হলে তারা তোমাদের মতো গরুর দিকে ফিরেও তাকাবে না।

এ কথায় গরু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কিন্তু সভাপতি শিয়াল থামিয়ে দিয়ে বললো, সবাই সংযতভাবে কথা বলুন। এ সময় শ্রোতাদের মধ্য থেকে আরেকটি গরু উঠে দাঁড়িয়ে বললো,

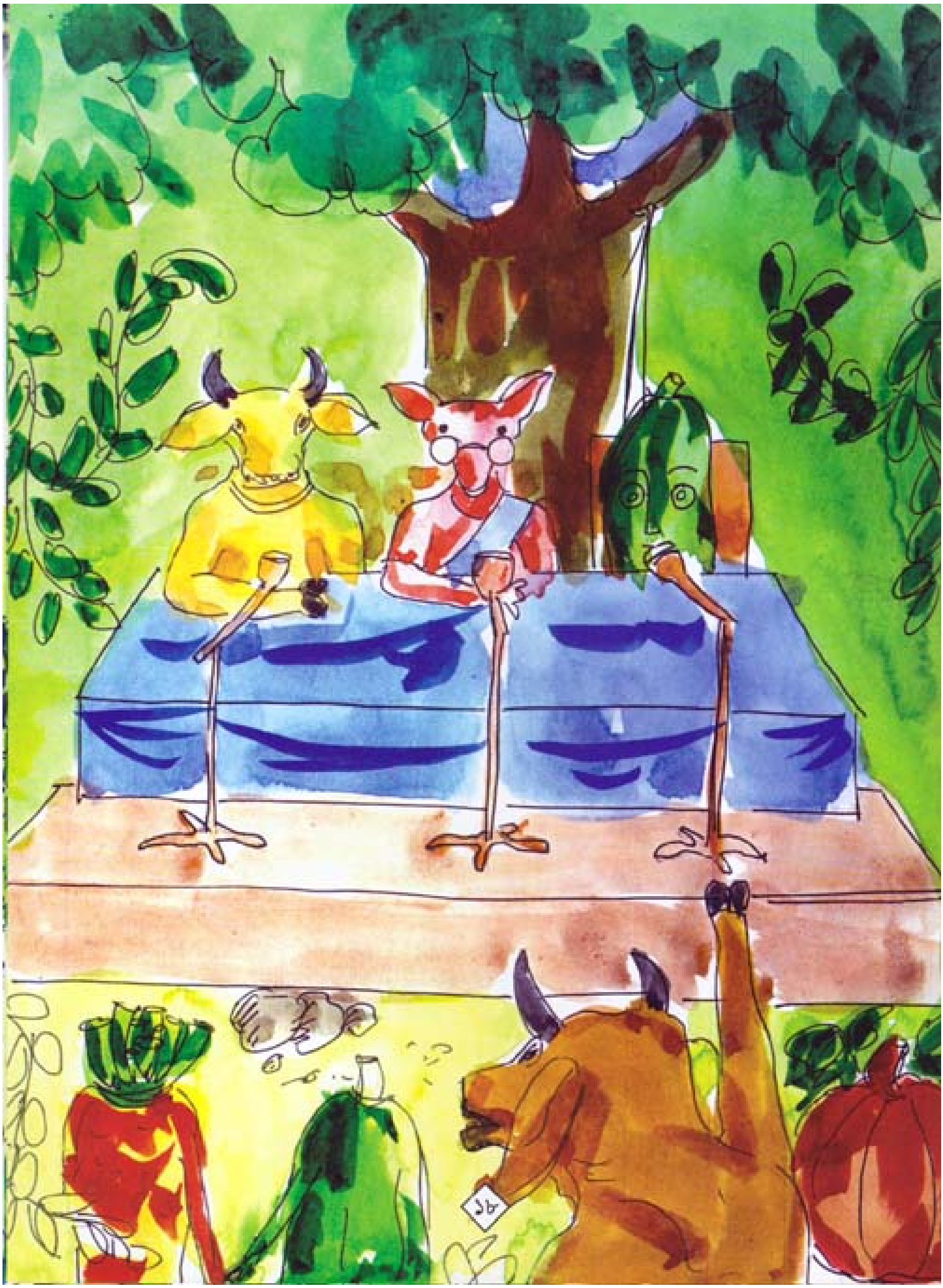

আমার একটা কথা আছে। একটা গরু বা ছাগল অনেক দিন বাঁচে। মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন সময় তা ব্যবহার করতে পারে। জবাই করে গোশতও খেতে পারে। আর লাউ? এর চেয়ে পঁচনশীল আর কিছু আছে? কয়েকদিনেই জীবন শেষ, রান্না করার পরও তাড়াতাড়ি খেতে হয়। নইলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। পঁচেও যায়।

একথা অনেকটা ঠিক। কাজেই ক্ষণিকের জন্য লাউ লা জওয়াব হয়ে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মুখ খুললো। বললো,

গরু তো গরুর মতো কথাই বলবে। তার মাথায় কি বুদ্ধি আছে? বলেন তো, দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি কে বাঁচে? সবচেয়ে বেশি বাঁচে শয়তান। সে কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচবে। তা বলে কি আপনারা কেউ শয়তানকে ভাল বলবেন? শয়তান এতো খারাপ যে, খারাপ লোককেও সবাই শয়তান বলে গালি দেয়। কাজেই কে কতো দীর্ঘজীবি বা পঁচনশীল, তা দিয়ে ভাল-মন্দ যাচাই করা যায় না।

এ সময় আরেকটি গরু দাঁড়িয়ে গেলো। বললো,

তোমাদের ছোট মুখে এতো বড় কথা মানায় না। এসব নির্বোধ লাউ-কুমড়া গরুর দাম কি বুঝবে? আচ্ছা, বলো তো, এক কেজি গরু গোশতের দাম কতো? দাম কয়েক শত টাকা। আর দুই কেজি ওজনের একটা লাউ-এর দাম কতো? গরুর গোশতের তুলনায় তা অতি সস্তা। সে হিসেবে লাউ এর কোন মূল্যই নেই। অর্থাৎ মানুষের কাছে লাউ এর তেমন দাম নেই। কিন্তু লাউ সেকথা কিভাবে বুঝবে? যারা বুঝতে চায় না, তাদেরকে বুঝানো যায় না। যারা জেগে থেকেও চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করে, তাদেরকে কি জাগানো যায়?

এতে লাউ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললো,

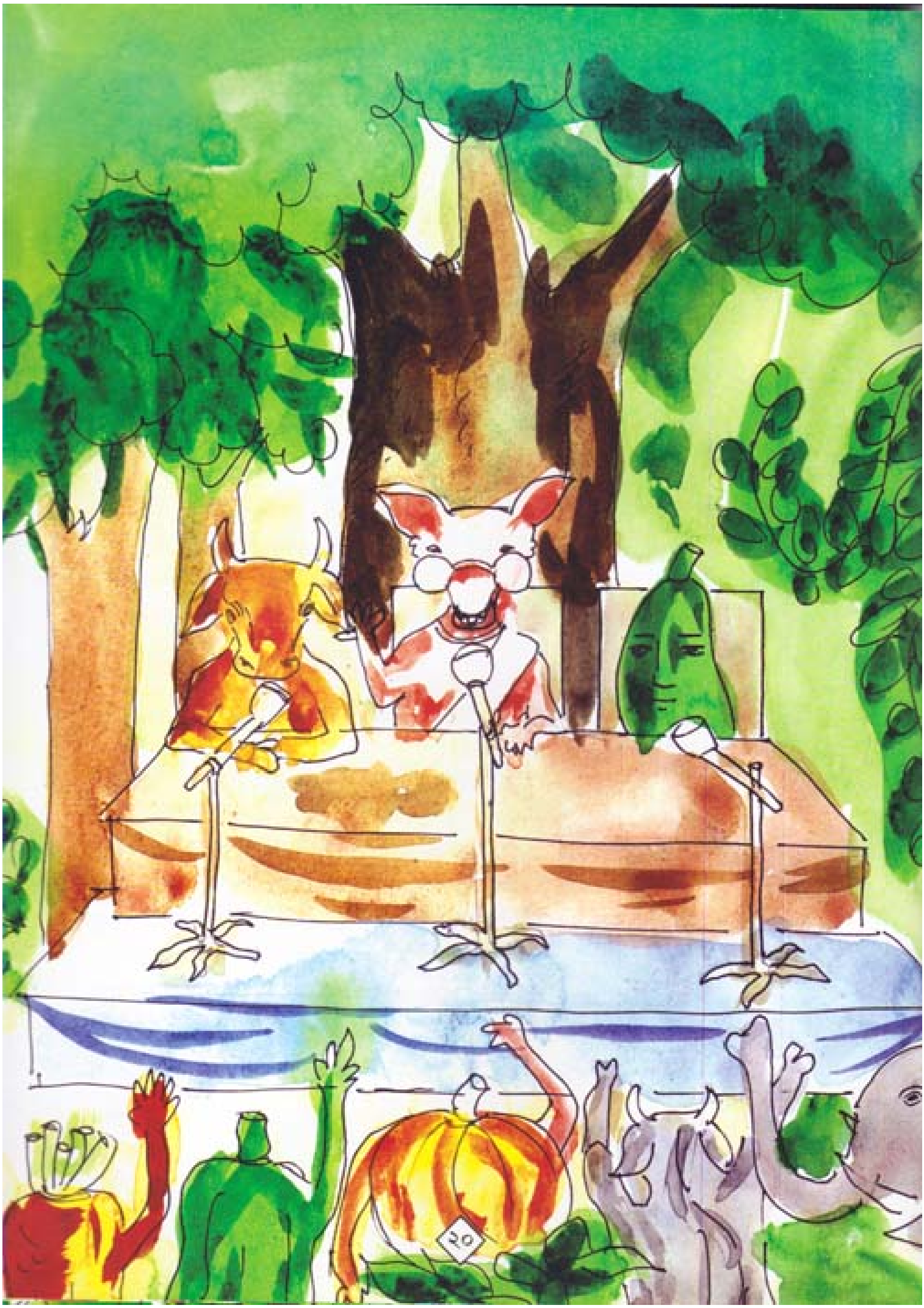

কোন জিনিসের দামের রহস্য বোকা গরু কি বুঝবে? তা আমার কাছে শুনুন। বায়ু ছাড়া কি জীবন বাঁচে? বাঁচে না। কিন্তু বায়ুর দাম কতো? এর কোন দামই নেই। বায়ু ফ্রি পাওয়া যায়। পানি ছাড়া জীবন বাঁচে? বাঁচে না। কিন্তু পানির দাম কতো? পানি ফ্রি পাওয়া যায়। শহরের বাসায় বাসায় পৌঁছিয়ে দিতে অবশ্য কিছু খরচ লাগে। অপরদিকে স্বর্ণ ছাড়া কি মানুষ বাঁচে না? অবশ্যই বাঁচে। কিন্তু এর দাম কতো? এর অনেক দাম। বায়ু ও পানির প্রয়োজন বেশি, কিন্তু দাম কম বা ফ্রি। আর স্বর্ণের প্রয়োজন কম, কিন্তু এর দাম অনেক। কাজেই উপকারের উপর দাম নির্ভর করে না। আসলে যা বেশি পাওয়া যায়, তার দামই কম হয়। বায়ু বা পানি ছাড়া জীবন বাঁচে না বলেই আল্লাহ বেশি বেশি তা দিয়েছেন। কাজেই দামও কম। তেমনি লাউ বেশি উপকারী বলেই আল্লাহ এর দাম কম দরে দিয়েছেন।

এ কথায় গরু সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। সভাপতি শিয়াল তা দেখে তাড়াতাড়ি মাইক নিয়ে নিলো। এবং বললো,

আমি সভাপতি শিয়াল বলছি, সবাই থামুন। শান্ত হোন। শুনুন, আজকের সভা অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে। দুই পক্ষের অভিযোগ উপস্থাপন, অভিযোগ খণ্ডন এবং নানা বক্তব্য থেকে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছি, সবারই মূল্য আছে। সবকিছুই উপকারী। কোন জিনিস একদিক দিয়ে বেশি উপকারী, অন্য জিনিস অন্যদিক দিয়ে বেশি উপকারী। কারো মূল্যই কম নয়।

আল্লাহ কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। প্রত্যেক জিনিসের নির্ধারিত উদ্দেশ্য আছে। একের উদ্দেশ্য অন্যকে দিয়ে পূরণ হয় না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবারই গুরুত্ব আছে। আমরা সবাই নিজ নিজ কাজের জন্য আছি। যার যার কাজ করতে পারলেই আমাদের জন্ম ও জীবন স্বার্থক। আমরা সবাই সবার আপনজন। আমরা কেউ কাউকে কখনো হীন বা হেয় মনে করবো না । গালি দেব না। ঝগড়া করবো না। খানিক চুপ থেকে শিয়াল আবার বললো : এবার সবাই বলুন, আমার সাথে সবাই একমত তো?

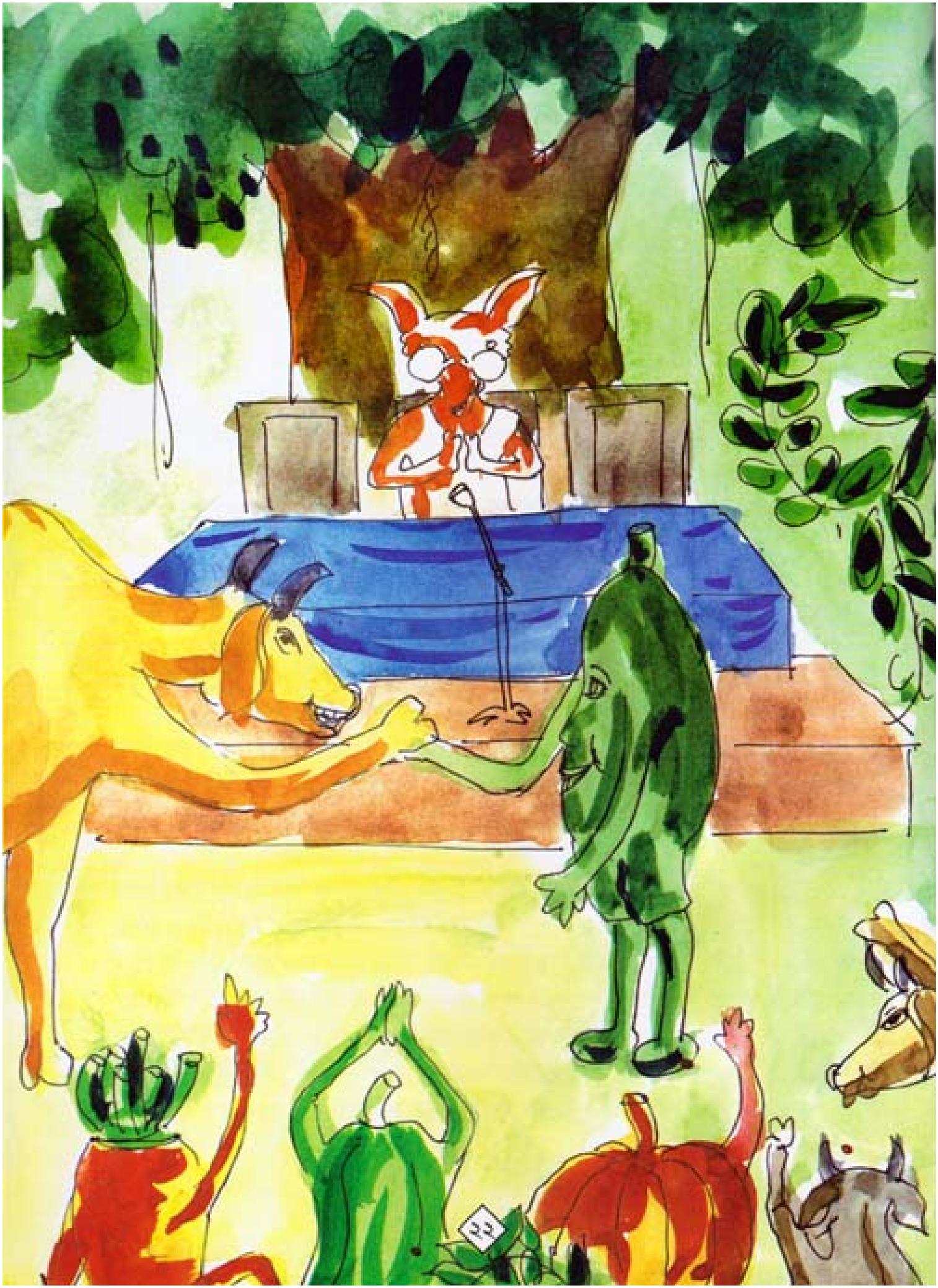

তখন সবাই একসাথে বলে উঠলো, আমরা সবাই একমত।

সভাপতি শিয়াল তারপর বললো,

তাহলে সবাই একে অপরের সাথে হাত মিলান। কাঁধে কাঁধ মিলান। আলিঙ্গণ করুন।

সবাই হাত মিলালো। কাঁধে কাঁধ মিলালো।